শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: স্বাস্থ্য সুরক্ষা | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : স্বাস্থ্য সুরক্ষা

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে একটি বছরের প্রথম ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে আপনারা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছেন। এই নির্দেশিকায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কার্যক্রম কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হলো।

অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সারা বছর ধরে নির্ধারিত কিছু যোগ্যতা অর্জন করেছে। শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। এর জন্য আপনি নিয়মিত শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করেছেন, সে অনুযায়ী ফিডব্যাক বা ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের রেকর্ড সংগ্রহ করেছেন। ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

শিক্ষার্থীরা সারা বছরের অর্জিত যোগ্যতা বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজগুলো করার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগ করতে পারছে কি না বাৎসরিক মুল্যায়নে আপনি তা যাচাই করবেন। অর্জিত যোগ্যতা যাচাই এর সুবিধার্থে একটি নির্দিষ্ট সময় এ ক্ষেত্রে তিন কর্মদিবস এবং যাচাই এর কৌশল হিসেবে একটি খেলা, দলগত কাজ ও প্রদর্শনী নির্ধারণ করা হয়েছে যা অনুসরণ করে খুব সহজে আপনি শিক্ষার্থীর অধিকাংশ যোগ্যতা যাচাই করতে পারবেন। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

শিক্ষার্থী কোন কাজ করার সময় শিক্ষক কোন পারদর্শিতার নির্দেশক মূল্যায়ন করবেন তা প্রতিটি কাজের সাথে উল্লেখ করা আছে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে আপনি শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

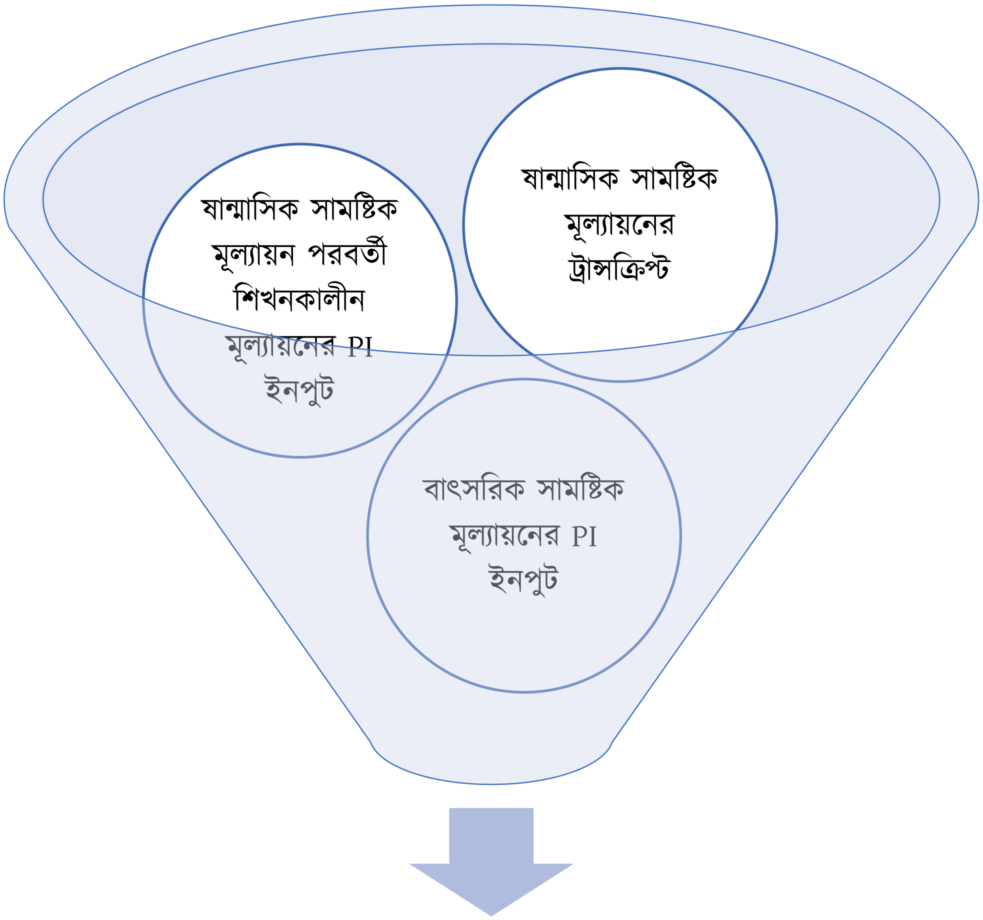

চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য সমগ্র বিষয়ের উপর কিছু কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রমের PI গুলোকে ফোকাস করে মূল্যায়ন করবেন। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট PI এর মাত্রা অনুযায়ী প্রমানক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন সম্পাদন করবেন।

- স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন সম্পন্ন করার জন্য তিনটি কার্যদিবস বরাদ্দ করা হয়েছে যার প্রতিটির জন্য সময় ৯০ মিনিট। নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক অনুযায়ী এই তিন দিনেই (১ম, ২য় ও তৃতীয় মূল্যায়ন দিবসে) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা যাচাই করবেন।
    - প্রথম দিবস: ১.৫ ঘন্টা বা ৯০ মিনিট (দুইটি সেশন ৪৫ মিনিট করে)
    - দ্বিতীয় দিবস: ১.৫ ঘন্টা বা ৯০ মিনিট (দুইটি সেশন ৪৫ মিনিট করে)
    - তৃতীয় দিবস অর্থাৎ মূল্যায়ন উৎসবের দিবস : ২-৩ ঘন্টা
- শিক্ষার্থীদের প্রতিটি কাজ মূল্যায়নের প্রমাণক হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।
- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি/ ডায়েরি/ প্রতিবেদন ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।

বাৎসরিক মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যেসব বিষয় অনুসরণ করতে হবে:

- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের রুটিন অনুযায়ী নির্ধারিত দিনে মূল্যায়নের আয়োজন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, সক্রিয়তা, পরিকল্পনা এবং প্রতিটি কার্যক্রম সুচারুভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের নিজের কাজগুলো নিজে করার বিষয়ে সতর্ক করতে হবে অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থীর প্রতিবেদন অন্যজন কপি করছে কিনা তা তদারকি করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের কাজ সময়মতো জমা নিতে হবে এবং জমা দেওয়া কাজের কপি যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে।
- পর্যবেক্ষণ এবং যাচাই করার সময় সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকগুলো (Performance Indicator-PI) শনাক্ত করে উক্ত পি আই এর মাত্রা (পরিশিষ্ট ১ অনুযায়ী) নির্দিষ্ট করতে হবে।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সময় উপযুক্ত পারদর্শিতার নির্দেশক অনুযায়ী প্রতি শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন রেকর্ড (পরিশিষ্ট ২ অনুযায়ী) রাখতে হবে।

- শিখনকালীন ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত পারদর্শিতার নির্দেশককে সমন্বয় করে ট্রান্সক্রিপ্ট এর ফরম্যাট অনুসরণ করে (পরিশিষ্ট ৩ অনুযায়ী) ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।
- শিখনকালীন, ষাণ্মাসিক এবং বাৎসরিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে বাৎসরিক রিপোর্ট কার্ড (পরিশিষ্ট ৬ অনুযায়ী) তৈরি করতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

  ৭.১: সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় ও মোকাবিলা করতে পারা।

  ৭.৩: প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের অনুভূতির অনুধাবন করে ও যত্নবান হয়ে ফলাফলধর্মী প্রকাশ করতে পারা এবং অন্যের অনুভূতি ও পরিস্থিতিকে অনুধাবন করে সহমর্মী আচরণ করতে পারা।

  ৭.৪: নিজের ও অন্যের সফলতাকে সম্মান করে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা এবং আত্ম- বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে মানসিকচাপ, দুঃখ, ভয়, রাগ ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা করতে পারা।

  ৭.৫: পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গি, এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে যোগাযোগ করতে পারা।

  ৭.৬: পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, সবলতা ও ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রয়োজন অনুয়ায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ, নিরাপদ ও চাপমুক্তভাবে বিভিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পারা।

বাৎসরিক মুল্যায়নের কাজ

- **প্রথম দিবস: (৯০ মিনিট)**
- প্রথম দিনে শিক্ষার্থীরা একটি প্রতিযোগিতামূলক দাঁড়িয়াবান্ধা/বউচি/গোল্লাছুট/ব্যাডমিন্টন খেলায় অংশগ্রহণ করবে।

  ** যেসব বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ নেই সেখানে হলরুম/বড় শ্রেণিকক্ষে খেলার কোর্ট এঁকে কম সংখ্যক খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণে খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

** প্রতিবন্ধীতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অন্য সবার সাথে একইভাবে খেলায় অংশগ্রহণ করতে করবে। সে ক্ষেত্রে সবাই মিলে খেলার জন্য খেলার গতি কিছুটা কমিয়ে দিয়ে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

** প্রতিন্ধীতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকলে যে কোনো খেলার আয়োজন করা যেতে পারে যাতে শারীরিক কসরত ও উপভোগের এর সুযোগ থাকে।

- **প্রথম দিবস মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুতি:**

○ মূল্যায়নের **প্রথম** দিনে খেলায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুপাতে দলে ভাগ করার জন্য একটি পরিকল্পনা করে রাখবেন।

○ দাঁড়িয়াবান্ধা/বউচি/গোল্লাছুট/ব্যাডমিন্টন খেলার সরঞ্জামসহ প্রস্তুতি নিয়ে রাখবেন।

○ আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে এমন ১/২ জন শিক্ষককে আগে থেকে বলে রাখতে পারেন।

○ যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহপাঠ শিক্ষা-কার্যক্রম (ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থী একই সাথে পড়ে) চালু রয়েছে সেখানকার স্থানীয় সামাজিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে ছেলে ও মেয়েদের পৃথক দলের খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

○ শ্রেণিতে কোন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকলে খেলায় তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধীতার ধরণ অনুযায়ী উপরে উল্লেখিত খেলা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

○ মনে রাখবেন, এখানে খেলার মূখ্য উদ্দেশ্য নিয়ম কানুন মেনে প্রতিযোগিতায় জেতা নয় বরং সবার অংশগ্রহণের ধরণ পর্যবেক্ষণ করা যাতে সংশ্লিষ্ট PI এর আলোকে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মূল্যায়ন করা যায়। **এখানে খেলার শুরুতে প্রস্তুতি যেমন ওয়ার্ম আপ, দুর্ঘটনা ঘটলে কী করবে তার প্রস্তুতি রাখা, খেলা শেষে কুল ডাউন করা সহ অন্য যোগ্যতাগুলোর পারদর্শিতার মাত্রা যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।**

○ পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)ও তার মাত্রাগুলো সম্পর্কে খুব ভালোভাবে বুঝে নেবেন।

○ শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার রেকর্ড রাখার জন্য ডায়েরি বা ফরম্যাটের ফটোকপি প্রস্তুত রাখবেন।

- **প্রথম দিবসের মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা:**

○ কুশল বিনিময় করুন।

○ পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠে বা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে দলে ভাগ করুন এবং খেলায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

○ খেলা চলাকালীন সময়ে আপনি শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতা ও মাত্রা পর্যবেক্ষণ করবেন।

○ ডায়েরি বা ফরম্যাটে সূচক অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা যাচাই করবেন এবং রেকর্ড লিখে রাখুন।

○ দ্বিতীয় দিনের মূল্যায়নে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করুন।

- **প্রথম দিবসে যা মূল্যায়ন করবেন:**
- খেলায় অংশগ্রহণের সময় স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্থাৎ জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের ব্যবহার কীভাবে করেছে আপনি তার মূল্যায়ন করবেন। এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সময় **PI - ৭.১.২, ৭.৩.১, ৭.৩.২, ৭.৪.১, ৭.৪.২, ৭.৫.১, ৭.৬.১ (পরিশিষ্ট-১)** ফোকাস করে প্রমানক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা যাচাই করবেন ও রেকর্ড রাখবেন।

দ্বিতীয় দিবস : (৯০ মিনিট)

- মূল্যায়নের প্রথম দিনে খেলায় অংশগ্রহণের আলোকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে এককভাবে প্রতিফলনমূলক একটি পেপার তৈরি করবে
    - আগে কী কী প্রস্তুতি নিয়েছিল, ওয়ার্মআপ করেছিল কী না ও কী কী করেছে, খেলা শেষে কুল ডাউনের জন্য কী কী করেছে।
    - যে খেলা তারা খেলেছে কি ধরণের আঘাত বা দূর্ঘটনা সম্মূখীন হয়েছে বা হতে পারত বলে তারা মনে করছে।
    - এ আঘাত বা দূর্ঘটনাগুলোর প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তারা কী ব্যবস্থা নিয়েছিল
    - নিজের প্রতিফলনের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী ?

দ্বিতীয় দিবসের মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুতি:

- প্রতি শিক্ষার্থীকে সরবরাহ করার জন্য খাতার কাগজ প্রস্তুত রাখবেন

দ্বিতীয় দিবসের মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা:

- নিজেদের উপলব্ধির প্রতিফলন লেখার/তৈরির জন্য শিক্ষার্থীদেরকে একটি করে সাদা কাগজ সরবরাহ করুন এবং তাদেরকে নিজেদের নাম ও পরিচিতি নম্বর লিখতে বলুন।
- এবার দ্বিতীয় দিনের কাজটি ভালোভাবে (৫ মিনিট) সময় নিয়ে বুঝিয়ে দিন এবং কাজটি ঠিকমত বুঝতে পেরেছে কি না তা জেনে নিন।
- তাদেরকে বলুন, **তারা যেন নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির আলোকে তাদের লেখাটি লেখে। নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে লিখলে প্রত্যেকের লেখাই যে তার নিজের মতো হবে, অন্যদের সাথে মিলে যাবে না এ ব্যাপারে তাদেরকে বুঝিয়ে বলুন যাতে তারা ব্যক্তিগত প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ ও তা লেখার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়।**
- এরপর পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও প্রতিফলন লেখার জন্য ৭৫ মিনিট (১.১৫ ঘন্টা) সময় দিন।
- লেখা শেষ হলে জমা নিয়ে নিন।

- দ্বিতীয় দিনে যে PI গুলোর আলোকে মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে **সুবিধামতো সময়ে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা যাচাই করবেন এবং রেকর্ড লিখে রাখবেন**।
- তৃতীয় দিবসের পোষ্টার তৈরির জন্য শিক্ষার্থীরা বাড়ি থেকে যে উপকরণ নিয়ে আসবে তা বুঝিয়ে দিন। [পোষ্টার তৈরির জন্য শিক্ষার্থীদেরকে বাড়ী থেকে একদিকে লেখা খাতার কাগজ ২/৩ টি এবং ব্যবহৃত ক্যালেন্ডারের পাতা/শপিং ব্যাগ/পুরোনো লেখা কাগজের ২ পাতা জোড়া দিয়ে/পুরোনো খবরের কাগজ নিয়ে আসতে বলবেন যা দিয়ে তারা নিজেদের মত করে সৃজনশীল উপায়ে পোষ্টার তৈরি করতে পারে।
  কী নিয়ে পোষ্টার তৈরি করবে সে বিষয়ে কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই।]
- তৃতীয় দিনের মূল্যায়নে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করুন।

দ্বিতীয় দিবসে যা মূল্যায়ন করবেন:

- দ্বিতীয় দিবসের কাজের উপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলোর আলোকে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মূল্যায়ন করবেন। এই কার্যক্রমে PI – **৭.১.২, ৭.৩.১, ৭.৩.২, ৭.৪.১, ৭.৫.১, ৭.৬.১ (পরিশিষ্ট-১)** ফোকাস করে প্রমানক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা যাচাই করবেন ও রেকর্ড রাখবেন।

তৃতীয় দিবস : ২-৩ ঘন্টা (মূল্যায়ন উৎসব)

কাজ ১: স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিজের ও অন্যের প্রতি তার নিজের সক্রিয় ভূমিকার একটি চিত্র তুলে ধরে পোষ্টার প্রদর্শনী করবে। ছবি আঁকা, লেখা, ম্যাসেজ, স্লোগান অথবা নিজের পছন্দমতো যে কোনো উপায়ে এক দিকে লেখা ছোট ছোট কাগজে /ব্যবহৃত ক্যালেন্ডারের পাতায়/শপিং ব্যাগের কাগজে লিখতে পারে অথবা ছোট ছোট কাগজে লিখে পুরোনো লেখা কাগজে/পুরোনো খবরের কাগজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে পোষ্টার তৈরি করতে উৎসাহিত করবেন।

কাজ ২: সমাপনী পর্বে শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে একটি কাগজে প্রথমে সে নিজে এবং সবাই সবাইকে ১টি ইতিবাচক দিক ও ১টি উন্নয়নের ক্ষেত্র লিখে দেবে। শেষ হলে দলে এই কার্যক্রমে তার অনুভুতি ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করবে।

মূল্যায়নের উৎসবের জন্য প্রস্তুতি:

- বড় সাইজের কাগজ ২ ভাগ করে কেটে শিক্ষার্থীর সমান সংখ্যক (প্রত্যেকের জন্য ১টি ভাগ) কাগজ প্রস্তত রাখুন।

- **পোষ্টার তৈরির জন্য শিক্ষার্থীদেরকে বাড়ী থেকে একদিকে লেখা খাতার কাগজ ২/৩ টি এবং ব্যবহৃত ক্যালেন্ডারের পাতা/শপিং ব্যাগ/পুরোনো লেখা কাগজের ২ পাতা জোড়া দিয়ে/পুরোনো খবরের কাগজ নিয়ে আসতে বলবেন যা দিয়ে তারা নিজেদের মত করে সৃজনশীল উপায়ে পোষ্টার তৈরি করতে পারে।**
  "পোষ্টার তৈরির জন্য কোনো রঙিন পোষ্টার পেপার/আর্ট পেপার ব্যবহার করা যাবে না" বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট করবেন।

মূল্যায়ন উৎসবের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা:

কাজ ১:

- শিক্ষার্থীদেরকে বলুন, আজ তারা ২টি কাজ করবে। প্রথমটি হলো পোষ্টার তৈরি ও প্রদর্শন।
- প্রথমে, দ্বিতীয় দিনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত নিজেদের কাজের যে প্রতিফলন তারা করেছে তার উপর ভিত্তি করে এবার একটি পোষ্টার তৈরি করবে।
- নিজেদের প্রতিফলনের উপর ভিত্তি করে যে যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন মনে করছে তার জন্য পোষ্টারে নিজের একটি পরিকল্পনা সংযুক্ত করবে।
- এবার তৃতীয় দিনের প্রথম কাজটি বুঝিয়ে দিন। পোষ্টার তৈরিতে ১ ঘন্টা সময় দিন।
- পোষ্টার তৈরি হয়ে গেলে দেয়ালে বা মেঝেতে প্রদর্শণের ব্যবস্থা করুন।
- সবার পোষ্টার দেখে নিজের পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন আনতে চাইলে তার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন।

কাজ ২:

- শিক্ষার্থীদেরকে ৫/৬জনের দলে ভাগ করুন।
- এবার তাদেরকে একটি করে বড় সাইজের কাগজ ২ ভাগ করে কেটে নেওয়া কাগজের টুকরা সরবরাহ করুন।
- প্রত্যেককে নিজের কাগজটিতে নাম লিখে নিজের ১টি গুন ও ১টি উন্নয়নের দিক লিখতে বলুন।
- এরপর নিজের কাগজটি ডানের সহপাঠীকে দিতে বলুন এবং সবাইকে উপরে যার নাম লেখা তার একটি গুন ও ১টি উন্নয়নের দিক লিখতে বলুন। এভাবে প্রত্যেকের কাগজে যেন প্রত্যেকের লেখা ১টি করে গুন ও উন্নয়নের দিক থাকে তা নিশ্চিত করুন।
- লেখা শেষ হলে দলের সদস্যদের মধ্যে অনুভূতি শেয়ার করতে বলুন।
- দলগত কাজ শেষ হলে পুরো মূল্যায়ন সেশনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিন।
  শুভকামনা জানিয়ে শেষ করুন।

এই সেশনে যা মূল্যায়ন করবেন:

- শিক্ষার্থীদের নিজেদের ও অন্যদের অনুভূতি, পর্যবেক্ষণ ও মতামত ইতিবাচকভাবে প্রকাশ এবং গ্রহণের পারদর্শিতা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন। এই কার্যক্রমে **PI – ৭.১.২, ৭.৩.১, ৭.৩.২, ৭.৪.১, ৭.৫.১, ৭.৬.১ (পরিশিষ্ট-১)** ফোকাস করে প্রমানক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা যাচাই করবেন ও রেকর্ড রাখবেন।

মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ:

কোনো ধরনের উপকরণ না কিনে নিজেদের পরিবেশে পাওয়া যায় খরচ হয় না (No cost) বা খুব কম খরচে (Low cost) পাওয়া যায় এমন উপকরণ ব্যবহার করবেন।

- খেলার সরঞ্জাম
- বড় সাইজের ও তার অর্ধেক সাইজের কাগজ
- একদিকে লেখা কাগজ
- লেখা কাগজ/পুরোনো ক্যালেন্ডারের পাতা/শপিং ব্যাগ মাঝখানে কেটে তৈরি করা বড় কাগজ/পুরোনো খবরের কাগজ
- পারদর্শিতার রেকর্ড রাখার ফরম্যাট

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।

এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ

হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট**

কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে। এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে

শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয়

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)

বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

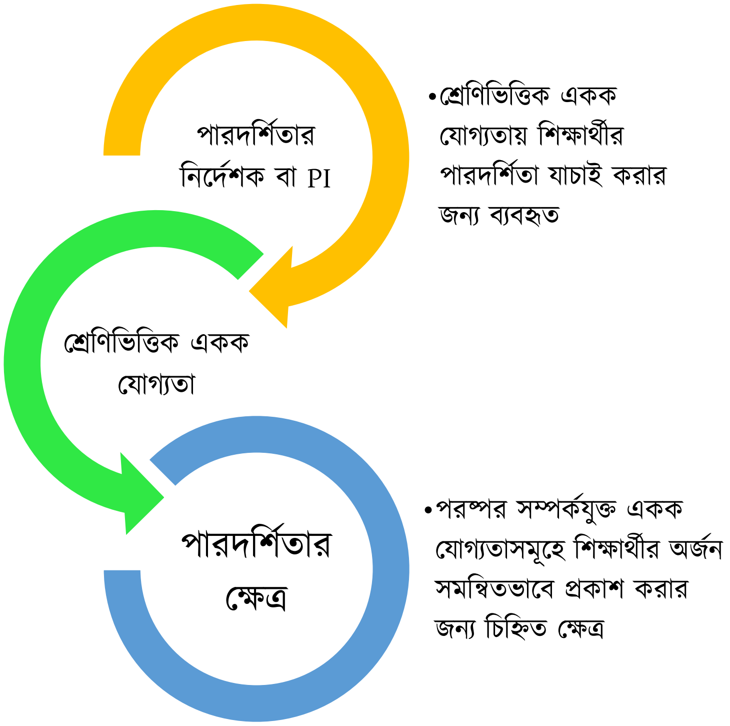

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। আত্ম-পরিচর্যা

২। আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

৩। সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'আত্ম-পরিচর্যা' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
১। আত্ম-পরিচর্যা	৭.১ সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় ও মোকাবেলা করতে পারা।	৭.১.১ খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যকর খাদ্যগ্রহণ করছে। ৭.১.২ খেলাধুলা, শরীরচর্চা সংক্রান্ত আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের কৌশল অবলম্বন করছে । ৭.১.৩ স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনে ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগ প্রতিরোধের কৌশল চর্চা করছে।
	৭.২ বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নির্ণয় ও অনুধাবন করে পরিবর্তনের সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারা।	৭.২.১ বয়ঃসন্ধিকালীন চ্যালেঞ্জ বা ঝুঁকি গুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি **পারদর্শিতার ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে, এক্ষেত্রে ৭.১ ও ৭.২ একক যোগ্যতা নিয়ে) একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। আত্ম-পরিচর্যা	শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে
২। আবেগিক বুদ্ধিমত্তা	কাউকে কষ্ট না দিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে
৩। সামাজিক বুদ্ধিমত্তা	পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

উদাহরণস্বরূপ, 'আত্ম-পরিচর্যা' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৪টি (৭.১.১, ৭.১.২, ৭.১.৩, ৭.২.১)। কোনো শিক্ষার্থী এই ৪টি PI এর মধ্যে ২টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি ২টির একটিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) এবং আরেকটিতে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	৪টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{২ - ১}{৪} * ১০০\% = ২৫\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে 'আত্ম-পরিচর্যা' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে ।

এখানে উল্লেখ্য যে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মানের (-১০০% থেকে +১০০%) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রকে **নিম্নবর্ণিত সাত স্তর বিশিষ্ট স্কেল** দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ২৫% হলে ওই শিক্ষার্থীর 'আত্ম-পরিচর্যা' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে অবস্থান হবে **'অগ্রগামী (Advancing)'**। সপ্তম শ্রেণি শেষে রিপোর্ট কার্ডে 'আত্ম-পরিচর্যা' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

আত্ম-পরিচর্যা

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে

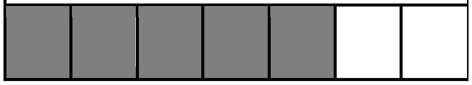

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

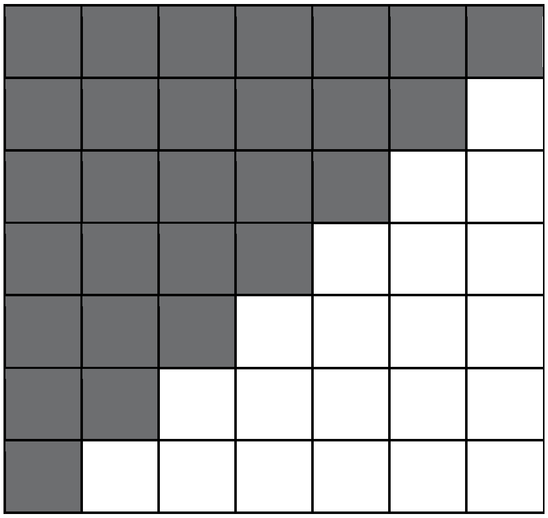

অনন্য (Upgrading)

অর্জনমুখী (Achieving)

অগ্রগামী (Advancing)

সক্রিয় (Activating)

অনুসন্ধানী (Exploring)

বিকাশমান (Developing)

প্রারম্ভিক (Elementary)

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি সপ্তম শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। আত্ম-পরিচর্যা	৭.১ সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় ও মোকাবেলা করতে পারা।	৭.১.১ খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যকর খাদ্যগ্রহণ করছে। ৭.১.২ খেলাধুলা, শরীরচর্চা সংক্রান্ত আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের কৌশল অবলম্বন করছে । ৭.১.৩ স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনে ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগ প্রতিরোধের কৌশল চর্চা করছে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	৭.২ বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নির্ণয় ও অনুধাবন করে পরিবর্তনের সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারা।	৭.২.১ বয়ঃসন্ধিকালীন চ্যালেঞ্জ বা ঝুঁকি গুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।
২। আবেগিক বুদ্ধিমত্তা	৭.৩ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের অনূভূতির অনুধাবন করে ও যত্নবান হয়ে ফলাফলধর্মী প্রকাশ করতে পারা এবং অন্যের অনূভূতি ও পরিস্থিতিকে অনুধাবন করে সহমর্মী আচরণ করতে পারা।	৭.৩.১ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশ করছে। ৭.৩.২ অন্যের অনুভূতি ও পরিস্থিতি বুঝে সহমর্মী আচরণ করছে।
	৭.৪ নিজের ও অন্যের সফলতাকে সম্মান করে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা এবং আত্ম- বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে মানসিকচাপ, দুঃখ, ভয়, রাগ ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা করতে পারা।	৭.৪.১ মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল চর্চা করছে। ৭.৪.২ রাগ ব্যবস্থাপনার কৌশল ব্যবহার করছে।
৩। সামাজিক বুদ্ধিমত্তা	৭.৫ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গি, এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে যোগাযোগ করতে পারা।	৭.৫.১ নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গী ও উদ্দেশ্য বুঝে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।
	৭.৬ পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, সবলতা ও ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ, নিরাপদ ও চাপমুক্তভাবে বিভিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পারা।	৭.৬.১ সম্পর্কের সবলতা নির্ণয় করে সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্কচর্চায় উদ্যোগ গ্রহণ করছে। ৭.৬.২ সহপাঠী ও সমবয়সীদের সম্পর্কজনিত ঝুঁকি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারছে ।

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।
শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			□	○	△	
৭.১ সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় ও মোকাবেলা করতে পারা।	৭.১.২	খেলাধুলা, শরীরচর্চা সংক্রান্ত আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের কৌশল অবলম্বন করছে ।	খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সময় নির্দেশনা অনুসরণ করে আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের সাধারণ কৌশল চর্চা করছে।	খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সময় নিজ উদ্যেগে আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সময় নিয়মিত আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধের কৌশল অবলম্বন করছে এবং প্রতিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে	একক মূল্যায়ন (দ্বিতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			প্রতিরোধ: খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ধরণ বুঝে আঘাত ও দুর্ঘটনা নিজেকে রক্ষা করার জন্য নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রতিকার: আঘাত ও দুর্ঘটনা ঘটলে নির্দেশনা মেনে প্রাথমিক চিকিৎসার কাজে সাহায্য করছে।	নিজ উদ্যোগে খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ধরণবুঝে নীচের কাজগুলো করছে, তবে নিয়মিত নয়। প্রতিরোধ:আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য শুরুতে ওয়ার্ম আপ ও শেষে কুল ডাউন করছে তবে তা নিয়মিত নয় প্রতিকার: আঘাত ও দুর্ঘটনা ঘটলে ধরন বুঝে অন্যের সাহায্যে প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্যোগ নিচ্ছে, তবে অনিয়মিতভাবে উদ্যোগ নিচ্ছে।	খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সময় ধরণবুঝে নিয়মিত নীচের কাজগুলো করছে প্রতিরোধ: আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত শুরুতে ওয়ার্ম আপ ও শেষে কুল ডাউন করছে/প্রয়োজনে বিশ্রাম নিচ্ছে। প্রতিকার: আঘাত ও দুর্ঘটনা ঘটলে নিজ উদ্যোগে প্রাথমিক চিকিৎসার কৌশল ব্যবহার করছে/ প্রয়োজন হলে প্রাথমিক চিকিৎসায় অন্যের সহযোগিতা চাইছে।	
৭.৩ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের অনুভূতির অনুধাবন করে ও যত্নবান হয়ে ফলাফলধর্মী প্রকাশ করতে	৭.৩.১	প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশ করছে।	নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশ করার নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে নিয়মিত নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	একক মূল্যায়ন (তৃতীয়

পারা এবং অন্যের অনুভূতি ও পরিস্থিতিকে অনুধাবন করে সহমর্মী আচরণ করতে পারা।			**যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে**			কর্মদিবস)
			শ্রেণিকাজে, খেলাধুলার সময় নিজের আনন্দ, দুঃখ, রাগ, ভয় এই অনুভুতিগুলো নির্দেশিত পরিস্থিতিতে প্রকাশ করছে /চুপ করে থাকছে না/অনুভুতি প্রকাশে বিব্রতবোধ করছে না।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজ উদ্যোগে অন্যদের সাথে নিজের অনুভুতিগুলোেএমনভাবে প্রকাশ করছে যাতে অন্যরা তা বুঝতে ও সাড়া দিতে পারে।	অন্যদের সাথে নিজের অনুভুতি প্রকাশ করে নিজের প্রয়োজন বুঝাতে পারছে ও সহযোগিতা চাইতে পারছে।	
	৭.৩.২	অন্যের অনুভূতি ও পরিস্থিতি বুঝে সহমর্মী আচরণ করছে।	অনুভূতি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে সহমর্মী আচরণের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	অনুভূতি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিজ উদ্যোগে সহমর্মী আচরণের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	অনুভূতি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিয়মিত নিজ উদ্যোগে সহমর্মী আচরণ করছে।	একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নির্দেশনা অনুসরণ করে সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে সহমর্মী আচরণ করছে যেমন: দলগত কাজের সময় নিজের কাজে অন্যদের সমস্যা হচ্ছে কিনা তা খেয়াল করছে/ অন্যদের সমস্যা হলে তাকে সহযোগিতার চেষ্টা করছে/ কেউ মন খারাপ করলে তার তার কারণ জানতে চাইছে।	নিজ উদ্যোগে অনিয়মিতভাবে সহমর্মী আচরণ করছে যেমন: তাদের সমস্যা বুঝে সহযোগিতার চেষ্টা করছে/ কেউ মন খারাপ বা রাগ করলে তার তার কারণ জানতে চাইছে তবে কেউ বলতে না চাইলে তাকে জোর করছে না/ কারও ভুল কাজের জন্য দোষারোপ করছে না/ অন্যের আনন্দ দুঃখ, কষ্টের কষ্টের নিজের কেমন লাগছে তা প্রকাশ করছে।	নিজ উদ্যোগে নিয়মিতভাবে সহমর্মী আচরণ করছে যেমন: তাদের সমস্যা বুঝে সহযোগিতার চেষ্টা করছে/ কেউ মন খারাপ বা রাগ করলে তার তার কারণ জানতে চাইছে তবে কেউ বলতে না চাইলে তাকে জোর করছে না/ কারও ভুল কাজের জন্য দোষারোপ করছে না/ অন্যের অনুভূতি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে, সম্মান করছে/ কারো সাহায্য দরকার হলে নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করছে বা সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা কাউকে জানাচ্ছে।	
৭.৪ নিজের ও অন্যের সফলতাকে সম্মান করে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা	৭.৪.১	মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল চর্চা করছে।	নির্দেশনা মেনে মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল চর্চা করছে।	নিজে উদ্যোগে মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো অনিয়মিতভাবে চর্চা করছে।	সচেতনভাবে নিয়মিত মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল চর্চা করছে।	একক মূল্যায়ন (প্রথম কর্মদিবস)
এবং আত্ম- বিশ্লেষণ ও			**যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে**			
মূল্যায়নের মাধ্যমে মানসিকচাপ, দুঃখ, ভয়,			শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শ্রেণিকার্যক্রমে দায়িত্ব পালন	শ্রেণির বাইরে খেলা, সমাবেশ ও অন্যান্য পরিস্থিতিতে দায়িত্ব বা নেতৃত্ব নিতে আগ্রহ	শ্রেণির বাইরে খেলা, সমাবেশ ও অন্যান্য পরিস্থিতিতে দায়িত্ব বা নেতৃত্ব দিচ্ছে/নিজে ভুল	

রাগ ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা করতে পারা।			করছে/নতুন কাজের দায়িত্ব পেলে তা বোঝার চেষ্টা করছে/নিজের বুঝতে সমস্যা হলে অন্যদের কারও কাছ থেকে সাহায্য চাইছে /নিজেকে সময় দিচ্ছে/সমস্যা সমাধানের জন্য সহপাঠীদের কাছে সহযোগিতা চাইছে। **শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে করছে**	প্রকাশ করছে/ নিজের বুঝতে সমস্যা হলে অন্যদের কারও কাছ থেকে সাহায্য চাইছে/নিজে ভুল করলে তা গ্রহণ করার চেষ্টা করছে /কোনও সমস্যা হলে সমাধানের জন্য সহপাঠী ও বড়দের কাছে সহযোগিতা চাইছে। **নিজ উদ্যোগে করছে তবে সব পরিস্থিতিতে পারছে না**	করলে তা গ্রহণ করার চেষ্টা করছে ও সমাধানের চেষ্টা করছে/ কোনও কাজে বা খেলায় অকৃতকার্য হলে গ্রহণ করতে পারছে/ কেউ অপ্রত্যাশিত আচরণ করলে সহজভঙ্গীতে তা জানানোর চেষ্টা করছে, আক্রমন করে কথা বলছে না/সমস্যা সমাধানের জন্য নির্ভরযোগ্য কারও কাছে সহযোগিতা চাইছে। **নিজ উদ্যোগে সব পরিস্থিতিতে চেষ্টা করছে এবং বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা করতে পারছে**	
৭.৫ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গি, এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে যোগাযোগ করতে পারা।	৭.৫.১	নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গী ও উদ্দেশ্য বুঝে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।	নির্দেশনা অনুসরণ করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করছে ও যোগাযোগের উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করছে।	নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করে উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গীর উদ্দেশ্য বুঝে যোগাযোগের চেষ্টা করছে	একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নিজের ও অন্যের কথা, আচরণ, মুখভঙ্গী, দেহভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করছে এবং কি বোঝাতে চায় তা বোঝার চেষ্টা করছে।	নিজের ও অন্যের কথা, আচরণ, মুখভঙ্গী, দেহভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে।	নিজের ও অন্যের কথা, আচরণ, মুখভঙ্গী, দেহভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে।	
৭.৬ পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, সবলতা ও ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ, নিরাপদ ও চাপমুক্তভাবে বিভিন্ন সম্পর্ক বজায়	৭.৬.১	সম্পর্কের সবলতা নির্ণয় করে সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্কচর্চায় উদ্যোগ গ্রহণ করছে	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে সহপাঠী, বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যায় উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে সহপাঠী, বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে ও নতুন সম্পর্ক তৈরি করার উদ্যোগ নিচ্ছে	দৈনন্দিন প্রেক্ষাপটে সহপাঠী, বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে।	একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)

রাখতে বা ছিন্ন করতে পারা						
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নির্দেশনা অনুসরণ করে সহপাঠী, বন্ধু ও অন্যান্য সমবয়সীদের মধ্যে যাদের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে তা তারা গুরুত্ব দিচ্ছে ও যে কাজগুলো করলে সম্পর্ক ভালো থাকবে তা করার উদ্যোগ নিচ্ছে।	নিজ উদ্যোগে সহপাঠী, বন্ধু ও অন্যান্য সমবয়সীদের সম্পর্কের পরিচর্যা/ যাদের সাথে নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে চায় নিজে তার উদ্যোগ নিচ্ছে।	নিজ উদ্যোগে সহপাঠী, বন্ধু ও অন্যান্য সমবয়সীদের সাথে নতুন সম্পর্ক তৈরি ও রক্ষায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে/ কারো সাথে সম্পর্কের অবনতি হলে নিজেই তা উন্নয়নের পদক্ষেপ নিচ্ছে।	

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:
শ্রেণি : সপ্তম		বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা
		প্রযোজ্য PI নং

রোল নং	নাম	৭.১.২	৭.৩.১	৭.৩.২	৭.৪.১	৭.৫.১	৭.৬.১
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি :** সপ্তম	**বিষয় :** স্বাস্থ্য সুরক্ষা	**শিক্ষকের নাম :**

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা

পারদর্শিতার নির্দেশক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৭.১.২ খেলাধুলা, শরীরচর্চা সংক্রান্ত আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের কৌশল অবলম্বন করছে ।	খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সময় নির্দেশনা অনুসরণ করে আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের সাধারণ কৌশল চর্চা করছে।	খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সময় নিজ উদ্যেগে আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সময় নিয়মিত আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধের কৌশল অবলম্বন করছে এবং প্রতিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।
৭.৩.১ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশ করছে।	নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশ করার নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে নিয়মিত নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।
৭.৩.২ অন্যের অনুভূতি ও পরিস্থিতি বুঝে সহমর্মী আচরণ করছে।	অনুভূতি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে সহমর্মী আচরণের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	অনুভূতি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিজ উদ্যোগে সহমর্মী আচরণের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	অনুভূতি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিয়মিত নিজ উদ্যোগে সহমর্মী আচরণ করছে।
৭.৪.১ মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল চর্চা করছে।	নির্দেশনা মেনে মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল চর্চা করছে।	নিজে উদ্যোগে মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো অনিয়মিতভাবে চর্চা করছে।	সচেতনভাবে নিয়মিত মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল চর্চা করছে।
৭.৫.১ নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গী ও উদ্দেশ্য বুঝে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।	নির্দেশনা অনুসরণ করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করছে ও যোগাযোগের উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করছে।	নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করে উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গীর উদ্দেশ্য বুঝে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।
৭.৬.১ সম্পর্কের সবলতা নির্ণয় করে সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্কচর্চায় উদ্যোগ গ্রহণ করছে	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে সহপাঠী, বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যায় উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে সহপাঠী, বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে ও নতুন সম্পর্ক তৈরি করার উদ্যোগ নিচ্ছে।	দৈনন্দিন প্রেক্ষাপটে সহপাঠী, বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে।

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে

7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে
8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :								শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:			
শ্রেণি : সপ্তম				বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা							
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
একীভূত
শিখনকালীন মূল্যায়ন
সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৭ম .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Applies strategies to minimize communication breakdown

Linguistic norms
Transforms sentence structures according to their purposes

Democratic practice
Practices democratic skills following relevant social practices

Creative expression
Expresses personal feelings on the literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি
জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান						
পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে						

বস্তুর গঠন ও আচরণ						
বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে						

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া						
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে						

স্থিতি ও পরিবর্তন						
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে						

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ						
প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে						

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা						
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে						

আইসিটি সক্ষমতা						
নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পেরেছে						

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন						
কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে						

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার						
ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে						

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়						
বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে						

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা						
মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে						

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো						
সময়ের সাথে সামাজিক কাঠামো এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করেছে						

সম্পদ ব্যবস্থাপনা						
বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবস্থাপনার চর্চা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে						

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা						
সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কেন একেক অঞ্চলে একেকরকম হয় কিংবা সময়ের সাথে পালটায় তা উদঘাটন করে নিজ প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে						

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন						
নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে						

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং						
দেশীয় শ্রম বাজারে পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা বুঝে দক্ষতার উন্নয়ন ও লাভজনক বিনিয়োগ খাত খোঁজার চেষ্টা করেছে						

পেশাগত দক্ষতা						
নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে						

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা						
প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে পেশায় এর প্রভাব বুঝতে পেরেছে						

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান						
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে						

ধর্মীয় বিধিবিধান						
মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে						

ধর্মীয় মূল্যবোধ						
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে						

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা						
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিজের সামগ্রিক যত্ন ও পরিচর্যা করেছে						

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা						
যে কোন ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে সহমর্মী আচরণ করেছে						

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা						
ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পেরেছে						

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর						
প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ, গল্প, বা ঘটনায় নিজের কল্পনা মিশিয়ে শিল্পকলার যে কোন ধারায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে						

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ						
শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপভোগ করে মতামত দিতে পারছে						

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা						
দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা করছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে						

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ						

নিষ্ঠা ও সততা						

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা						

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ